করোনায় মৃত ১৬, সংক্রামিত ১৩০৫

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৩ মে : সোমবার উত্তরবঙ্গজুড়ে আরও ১,৩০৫ জনের করোনা সংক্রমণের বিষয়টি সামনে আসে। ১১ জন শিলিগুড়িতে, ৩ জন জলপাইগুড়িতে এবং ২ জন আলিপুরদুয়ারে মারা যান। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, কোচবিহারের আরও ১৫৯, আলিপুরদুয়ারের ৪২, জলপাইগুড়ির ২৩৯, শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার ৪১৪, দার্জিলিং জেলার ৬৩০ এবং মালদার ২৩৫ জন করোনা ভাইরাসের কবলে পড়েছেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিলিগুড়ির গঙ্গানগরের বাসিন্দা অভিষেককুমার গুপ্তা (৩২), চম্পাসারির বুলু লামা (৪৩), হায়দরপাড়ার রূপা পোদ্দার (৫২) এবং আশ্রমপাড়ার পরিমলকুমার রায় (৬৮) এদিন মারা যান। এছাড়া শিলিগুড়ির বিভিন্ন নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন জলপাইগুড়ির ৪ নম্বর গুমটির বাসিন্দা সঞ্চিতা দাস (৩০), শিলিগুড়ির কলেজপাড়ার বিবেক কবিরাজ (৫২), ভক্তিনগর পূর্ব বিবেকানন্দপল্লির ষষ্ঠী নন্দী (৫৮), জলপাইগুড়ির কদমতলার প্রসূন বাগচী (৫৯), শিলিগুড়ির ঘোগোমালির স্বরূপচন্দ্র ঠাকুর (৬৪), জলপাইগুড়ির বাবুপাড়ার সুকুমারচন্দ্র মণ্ডল (৬৯) এবং আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা শরদিন্দু মুখোপাধ্যায় (৮০) মারা গিয়েছেন। করোনা সংক্রামিত ৩ জন জলপাইগুড়িতে মারা গিয়েছেন। তাঁরা জলপাইগুড়ি পুরসভার ১৪ এবং ১৭ নম্বর ওয়ার্ড এবং মাল শহরের বাসিন্দা।

কোচবিহারে সংক্রামিতদের মধ্যে সদরের ১০১, দিনহাটার ২৫, মেখলিগঞ্জের ১৯, তুফানগঞ্জের ৬ এবং মাথাভাঙ্গার ৮ জন বাসিন্দা রয়েছেন। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা মিলিয়ে আগে সংক্রামিত ১৪৩ জন এদিন সুস্থ হয়ে ওঠেন। জলপাইগুড়িতে সংক্রামিতদের মধ্যে জলপাইগুড়ি শহরের ৪৪ এবং মাল শহরের ১২ জন রয়েছেন। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় যাঁরা সংক্রামিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ২৮৭ জন দার্জিলিং জেলার অধীনস্থ ওয়ার্ড এবং ১২৭ জন জলপাইগুড়ি জেলার অধীনস্থ ওয়ার্ডের বাসিন্দা। দার্জিলিং জেলায় সংক্রামিতদের মধ্যে দার্জিলিং পুরসভা এলাকার ২২, সুকনার ২৯, কার্সিয়াং পুরসভা এলাকার ২৫, মিরিকের ১০, মিরিক পুরসভা এলাকার ৩, বিজনবাড়ির ১৩।, সুখিয়াপোখরির ১১, তাকদার ২, খড়িবাড়ির ৯, মাটিগাড়ার ৯৯, নকশালবাড়ির ৬৯ এবং ফাঁসিদেওয়ার ৫১ জন বাসিন্দা রয়েছেন। জেলায় আগে সংক্রামিত ৫১ জন এদিন সুস্থ হয়ে ওঠেন।

দলছুটদের নিয়েই বিপত্তি : বাপি

জলপাইগুড়ি, ৩ মে : তৃণমূলের দলছুট নেতাদের বিজেপিতে মহাসমাদর করে এনে দলের বিপর্যয় হয়েছে। দলছুট তৃণমূল নেতাদের বিজেপির প্রার্থী করা উচিত হয়নি। জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সভাপতি বাপি গোস্বামী এই মত প্রকাশ করে বলেন, 'দলছুট নেতাদের বিজেপিতে ঠাঁই দেওয়া নিয়ে আমরা আপত্তি করেছিলাম। আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গায় দলছুটদের প্রার্থী করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় আমরা চারটি বিধানসভা আসন লাভ করেছি। সঠিকভাবে প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়টি সম্পন্ন হলে নিশ্চিতভাবে বিজেপি ভালো ফল করত।'

বিজেপি সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি জিততে না পারায় দলের অভ্যন্তরে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এছাড়া নোটায় ৩,৩৩৬টি ভোট পড়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না বিজেপি নেতৃত্ব। দলের অন্দরে জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে অন্তর্ঘাতের অভিযোগও জোরালো হচ্ছে।

১১টি উড়ান বাতিল

বাগডোগরা, ৩ মে : দিন-দিন বাগডোগড়ায় উড়ান বাতিলের সংখ্যা বাড়ছে। করোনা পরিস্থিতিতে যাত্রী কমে যাওয়ার কারণেই প্রতিদিন উড়ান বাতিল করা হচ্ছে। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ১১টি উড়ান বাতিল হলেও ২০ জোড়া উড়ান চলাচল করেছে। এদিন ১,৮০৪ জন যাত্রী এসেছেন। বাগডোগরা থেকে অন্যান্য জায়গায় গিয়েছেন ১,০৭২ জন যাত্রী।

খগেশ্বরকে সংবর্ধনা

বেলাকোবা, ৩ মে : দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জরুরি তলব পেয়ে রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে চতুর্থবার নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের খগেশ্বর রায় সোমবার কলকাতায় যান। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের কিষান খেতমজদুর সংগঠনের পক্ষ থেকে সভাপতি নিতাই কর, শিকারপুর অঞ্চল কমিটির সভাপতি অমলেন্দু ভৌমিক প্রমুখ খগেশ্বরবাবুকে সংবর্ধনা জানান। উত্তরবঙ্গ থেকে খগেশ্বরবাবুকে যাতে মন্ত্রী করা হয় তাঁরা সেই দাবি জানিয়েছেন।

তিন মাথা।। *তৃণমূল ভবনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশান্ত কিশোর। ছবি : রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়*

শান্তি রাখতে মমতার আর্জি, রাজভবনে দিলীপ

প্রথম পাতার পর

বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'আর ওরা এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। আজও আমাদের এক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এত ভালো জয়ের পরও বিজেপির অত্যাচারের স্বভাব যায়নি। কোচবিহারে এখনও অত্যাচার করছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপারের ইন্ধনেই নির্বাচন হয়েছে। সেটা সবারই মনে থাকার কথা। আমি শুধু সবাইকে বলব রাজধর্ম পালন করতে।' যদিও পুলিশ সুপার সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ নই। পরে এসব দেখা যাবে।'

যদিও মমতার দাবি উড়িয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'রবিবার ফল ঘোষণার আগে রাজ্যে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, তাদের উৎসাহে ও পার্টি কর্মীদের উদ্যোগে আমাদের দলের কার্যালয়, নেতা-কর্মীদের বাড়ি, দোকান সব জায়গায় হামলা শুরু হয়েছে। ২৪ ঘণ্টাও হয়নি, এর মধ্যে আমাদের ৬ জন কর্মী মারা গিয়েছেন। হাজারখানেক বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে হিংসার খবর আসছে। পুলিশ বলছে, আমরা কী করব?'

বিজেপি সূত্রে খবর, জগদ্দলে বিজেপির এক বুথকর্মীর ওপর শাসকদলের হামলা থেকে বাঁচাতে এলে মৃত্যু হয় তাঁর মা শোভারানি মণ্ডলের। রানাঘাটে উত্তম ঘোষ নামে এক বিজেপি কর্মীকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। গেরুয়া শিবিরের দাবি, বেলেঘাটার বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। সোনারপুরের হারান অধিকারী নামে এক বিজেপি কর্মী খুন হয়েছেন। শীতলকুচিতে মানিক মৈত্র নামে ১৯ বছরের এক যুবকের মাথায় গুলি করা হয়েছে। সিতাইয়ে হারাধন রায় নামে একজন খুন হয়েছেন। তৃণমূল ও বিজেপি, উভয়ই তাঁকে দলীয় কর্মী বলে দাবি করেছে। এছাড়া আইএসএফের এক কর্মীকে বোমা মেরে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্যের ডিজি পি নীরজনয়নকে তলব করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন তিনি। এই বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংঘাতের রাস্তায় হাঁটেননি। তাঁর বক্তব্য, 'ওঁর মনে হলে উনি ডাকতেই পারেন। এই ডিজিকে তো আমি নিয়োগ করিনি। ওঁরাই করেছেন। ডেকেছেন ভালো করেছেন।' রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে নালিশ জানাতে রাজভবনে গিয়েছিল বিজেপির প্রতিনিধিদল। রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেন তাঁরা। পরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সন্ত্রাস রুখতে সরকারকে যাতে রাজ্যপাল নির্দেশ দেন, সেই আবেদন জানিয়েছি।'

দিলীপ জানান, তাঁদের অভিযোগ রাজ্যপাল শুনেছেন। তিনি প্রশাসনকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ করতে বলবেন। তবে পরিস্থিতি ঠিক না হলে গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদের কথাও জানিয়েছেন দিলীপ। তিনি বলেন, 'দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করব। শক্তিশালী বিরোধী হিসেবে আমরা সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরব। রাজ্যজুড়ে যে সন্ত্রাস চলছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা তার প্রতিবাদ করব।'

নন্দীগ্রামে 'মেসেজ' অস্ত্র

প্রথম পাতার পর

তারপর নাটক চলেছে। শেষপর্যন্ত গণনা চলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোনওভাবে জিততে চাইছিলেন। কিন্তু সেখানকার মানুষ ওঁকে জেতাতে চায়নি। রেজাল্ট তার প্রমাণ। পরাজয় মেনে নিতে পারছেন না মমতা।' অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রীর দাবি, 'ওখানকার ভিভিপ্যাট, ব্যালট এবং ইভিএম আলাদা করে সরিয়ে রাখতে হবে। তদন্ত করে দেখা হবে, সেগুলিতে কোনও বিকৃতি ঘটানো হয়েছে কি না।'

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, নন্দীগ্রামে ইভিএমও বদলে দেওয়া হয়েছিল। নন্দীগ্রামের ফল ঘোষণা নিয়ে রবিবার রাতভর উত্তেজনা ছিল।

রিটার্নিং অফিসার ওই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীকে জয়ী ঘোষণা করেন। এরপর শুভেন্দু কাউন্টিং সেন্টারে জয়ের সার্টিফিকেট নিতে গেলে তাঁর ওপর তৃণমূল কর্মীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। শুভেন্দুকে একপ্রকার পালিয়ে বাঁচতে হয় বলে বিজেপির দাবি। সোমবার সকাল থেকে এই ঘটনা নিয়ে দফায় দফায় আবার নন্দীগ্রাম ও হলদিয়ায় উত্তেজনা ছড়ায়।

পুনর্গণনার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গণনাকেন্দ্র থেকে ইভিএম সরানো যাবে না দাবি করে তৃণমূল কর্মীরা হলদিয়ার মঞ্জুশ্রী মোড়ে পথ অবরোধ করেন। সেকারণে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখান থেকে ইভিএম সরানো যায়নি। তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান বলেছেন, 'কারচুপি করে এই কেন্দ্রে শুভেন্দু অধিকারীকে জয়ী করা হয়েছে। পুনর্গণনার দাবি জানিয়েছি আমরা।'

কালীঘাটের বাড়িতে সাংবাদিকদের কাছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন মমতা। তিনি বলেন, 'চার ঘণ্টা ধরে সার্ভার ডাউন করে রাখা হল। ৪০ মিনিট অন্ধকার করে রাখা হয়েছিল গণনাকেন্দ্র। আমার ৮ হাজার লিড হঠাৎ শূন্য হয়ে গেল। পুরো বিষয়টি পালটে গেল। নন্দীগ্রামে দুজন পক্ষপাতদুষ্ট পর্যবেক্ষককে পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা আমাকে হারাতে চেয়েছিলেন।'

তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য, 'প্রথম থেকে নন্দীগ্রামে চক্রান্ত করা হয়েছে। কীভাবে সেখানে ভোট হয়েছিল, তা অনেক সাংবাদিক দেখেছেন। সব সাংবাদিকরা অ্যানাউন্স করে দিল। সব উলটে গেল। এরকম কোথাও দেখিনি। এত বড় মাফিয়াগিরি! বিচার হোক। কোর্টে তো আমরা যাবই। আমাদের ছেলেমেয়েরা আন্দোলন করছে।' সেখ সুফিয়ানের মতো তিনি বুঝিয়ে দেন, ইভিএম না সরানোর দাবিতে নন্দীগ্রামে তৃণমূল কর্মীদের অবরোধে তাঁর সায় আছে।

নন্দীগ্রাম তৃণমূল ও বিজেপি, উভয় শিবিরের কাছে প্রেস্টিজের লড়াই ছিল। নন্দীগ্রামে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা থেকে শুরু করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা, তারকা মিঠুন চক্রবর্তী তো বটেই, কাঁথিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও শুভেন্দুর সমর্থনে প্রচার করেছিলেন।

কিন্তু মমতার সমর্থনে সেই অর্থে বড় কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রচারে যাননি। তিনি নিজেও মাত্র ৪ দিন প্রচার করেছিলেন। তৃণমূল মনে করে, কারচুপি করে মমতাকে হারানো হয়েছে। সোমবার রিটার্নিং অফিসারের মেসেজ দাবি করে প্রসঙ্গটি সামনে এনে মমতা জানিয়ে দিলেন, তিনি অত সহজে নন্দীগ্রাম ছেড়ে দিতে রাজি নন।

দায় নিলেন না কল্যাণী

প্রথম পাতার পর

ঘাসফুল শিবিরের জেলা সর্বাধিনায়কের কথায়, 'ধূপগুড়ি কেন্দ্রে প্রার্থীকে নিয়ে সমস্যা ছিল। গোঁজ প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল। ওই প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার করিয়েও এই কেন্দ্রের প্রার্থী মিতালি রায়কে জেতানো যায়নি। এখানে কী কারণে দলের এই হাল হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাগুড়ি কেন্দ্রে জেলা থেকে নতুন মুখ চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওপরমহল থেকে ব্লক সভাপতিকেই প্রার্থী করা হয়। দলের সাংগঠনিক-২ ব্লক এবং প্রাক্তন কিছু নেতার দলের হয়ে সক্রিয় ভূমিকা না নেওয়ার জেরেই এই কেন্দ্রেও আমরা হেরেছি।'

কল্যাণী বলেন, 'বিমল গুরুং ফ্যাক্টর তৃণমূলে পক্ষে কাজ করবে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু নেপালি অধ্যুষিত এলাকায় আমাদের ফলাফল ভালো হয়নি। এমনকি জোশেফ মুন্ডা নিজের এলাকায়ও ভালো ফলাফল করতে পারেননি।' প্রার্থী নিয়ে মানুষের পছন্দ-অপছন্দ এবারের ভোটে অনেকটাই প্রভাব ফেলেছে বলে কল্যাণী জানান।

শিলিগুড়িতে বিপর্যয়ের কারণ খুঁজবে সিপিএম

শিলিগুড়ি, ৩ মে : শিলিগুড়িতে সিপিএমের ফল যে এবার আশানুরূপ হবে না, সেটা বুঝে গিয়েছিলেন অনেকেই। কিন্তু তা বলে এরকম বিপর্যয় হবে সেটা আন্দাজ করেননি কেউ।

ভোটের ফল ঘোষণার পর যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেই অনুযায়ী, শিলিগুড়ির অনেক বুথে সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট তিন অঙ্কে পৌঁছোয়নি। কয়েকটি জায়গায় আবার দুই অঙ্কে পৌঁছোয়নি সিপিএম। এই পরিস্থিতিতে দল কী পদক্ষেপ করবে তা নিয়ে বৈঠকে বসেছেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, শিলিগুড়িতে ১৬৭ নম্বর বুথে সিপিএম প্রার্থী অশোক ভট্টাচার্য পেয়েছেন মাত্র সাতটি ভোট। সেখানে বিজেপির শংকর ঘোষের প্রাপ্ত ভোট ৪৪৪। তাছাড়া ৪৯ নম্বর বুথে ২১, ২৩এ বুথে ৩১, ৭১এ বুথে ২৭, ৯৮ নম্বর বুথে ১৯টি ভোট পেয়েছেন সিপিএম প্রার্থী। ১০০ ও ১০০এ বুথে ১৯টি করে, ১০১ নম্বর বুথে ২০টি, ১১০ নম্বর বুথে ১০টি, ১১১ নম্বর বুথে ১৬টি, ১১২ নম্বর বুথে ১২টি, ১২৮ নম্বর বুথে ১৩টি ভোট পেয়েছেন অশোকবাবু।

অশোকের ভোটে ধস

বুথ নং	মোট ভোট
১৬৭	৭
১২৮	১৩
১১২	১২
১১১	১৬
১১০	১০
১০১	২০
৯৮	১৯

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, গোটা রাজ্যের মধ্যে লাল দুর্গ হিসাবে পরিচিত শিলিগুড়িতে এমন হাল হল কেন সিপিএমের? কেউ বলছেন, সিপিএমের লোকেরাই ভোট দেননি সিপিএম প্রার্থীকে। অথচ সিপিএমের মিছিল, মিটিংয়ে যেভাবে লোক হয়েছে তাতে কোনওভাবেই বোঝার উপায় ছিল না সিপিএম এবার তৃতীয় স্থানে থাকবে। কিন্তু ফল বেরোনোর পর অশোকবাবু তৃতীয় স্থানে নেমে যাওয়ায় হারের কারণ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করা হয়েছে। ভোট কারা দিলেন না, কেন দিলেন না, সেই ব্যাপারে হিসাবনিকেশ শুরু হয়েছে দলের অন্দরে।

অশোকবাবু অবশ্য বলেন, 'এটা বামপন্থীদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিপর্যয়। পার্টির রাজ্য কমিটি এর কারণ অনুসন্ধান করবে।'

সংঘর্ষে নিহত ২

প্রথম পাতার পর

এদিন তৃণমূলের হার্মাদরা যখন বাড়িঘর ভাঙচুর করছিল তখন ছেলে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। সেই সময় ওকে গুলি করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে ছেলে মারা যায়।' ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে মাথাভাঙ্গার অ্যাডিশনাল এসপি সিদ্ধার্থ দর্জি জানান।

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে এদিন পেটলা বাজারের জামাদারবস এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বোমা, গুলি চলে।

একটি ছোট গাড়ি সহ একাধিক বাইকে আগুন ধরানো হয়। দিনহাটা থানার পুলিশ ও দমকল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষের ঘটনায় উভয়পক্ষের ছয়জন জখম হন। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর বিজেপি সমর্থক হারাধন রায়কে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বিজেপি নেতা নারায়ণচন্দ্র বর্মন বলেন, 'ভোটে জেতার পর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, দলীয় কার্যালয় ইত্যাদি ভাঙচুর করছে। কালীরপাট, গাবুয়া, পাহাড়বাড়ি, কেশরিবাড়ি, বাজিচাত্রা, নাউয়ারদিঘি দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারি, মাতালহাট, বড়শৌলমারি, ভেটাগুড়ি, পেটলা, পুঁটিমারি প্রভৃতি এলাকায় রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে।' তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত বর্মন বলেন, 'বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন। বিজেপির নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোলের জেরেই এধরনের ঘটনা ঘটছে।' প্রশাসন সতর্ক রয়েছে বলে দিনহাটার মহকুমা শাসক হিমাদ্রি সরকার জানিয়েছেন।

ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে নয়ারহাট, শিকারপুর, বৈরাগীরহাট, কুর্শামারি সহ মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়। রবিবার ভোটের ফল বের হওয়ার পর থেকে সোমবার বিকেল পর্যন্ত ব্লকের নানা জায়গায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের দোকানপাট ও বাড়িঘরে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘাসফুল শিবির অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সম্পাদক মনোজ ঘোষ বলেন, 'রবিবার বিকেলের পর থেকে বিজেপি কর্মীদের মারধর এবং বাড়িঘর দোকানপাটে হামলা চালাচ্ছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। মাথাভাঙ্গা শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি মহিলা কর্মী লীনা চক্রবর্তী এবং তাঁর মাকে বাড়িতে ঢুকে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার পর বাড়িঘরে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। এছাড়াও ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কর্মী মৃণাল অধিকারীর বাড়িঘরে ভাঙচুর করে তার বৃদ্ধা মাকে বাড়িতেই তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কর্মী নিখিল সূত্রধরের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করে লক্ষাধিক টাকার কাঠ লুট করে নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির। একইভাবে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের জোরপাকড়ি ও পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়িঘর ও দোকানপাট ভাঙচুর করে লুঠতরাজের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। বিজেপি ৯ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রাজীব সরকার অভিযোগ করেন, প্রকাশ্য দিবালোকে এ ধরনের ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন নিশ্চুপ।' তৃণমূল কংগ্রেসের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'তৃণমূল সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়।'

ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত তুফানগঞ্জ-২ ব্লক। ব্লকজুড়ে রবিবার রাত থেকে বিজেপি কর্মীদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে বলে বিজেপির অভিযোগ। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। ঘটনায় জড়িত তিনজনকে বক্সিরহাট থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। হিংসা ঠেকাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি তৃণমূলের উপপ্রধান। সোমবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাকোপা, ময়নাতলি এবং গোপালপুর বাজারে বিজেপির মোট তিনটি কার্যালয়ে ভাঙচুর করে এবং কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনজন বিজেপি কর্মী-সমর্থকের বাড়ি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগাছ চিলাখানা-১, চিলাখানা-২, নাটাবাড়ি-১, নাটাবাড়ি-২ সহ অন্যান্য গ্রামগুলিতেও সন্ত্রাস শুরু হয়। রবিবার দুপুরের পর থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে থাকে তৃণমূল কংগ্রেস। সকালের পরেই তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাসের পালটা জবাব দিতে শুরু করে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস আক্রমণ করতে এলেই রুখে দাঁড়ায় বিজেপি। বিজেপি রুখে দাঁড়াতেই সোমবার দুপুরের পরে তেমন কোনও সন্ত্রাসের খবর মেলেনি। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এদিন নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাটাবাড়ি বাজারের তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় বিজেপি। আমরা পুলিশকে বিস্তারিত জানিয়েছি। নাটাবাড়ির ঘটনায় তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পরে পুলিশ পৌঁছে এলাকা শান্ত করে। এই ঘটনায় দুই পক্ষের কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। রবিবার রাত থেকে নাটাবাড়ি ও দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে ব্যাপক সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছে। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র আকার নেয় মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাইবাড়ির মাস্তাপারা এলাকা।

করোনায় বিধিনিষেধের দুপুরে শুনসান বিধান মার্কেট। সোমবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।

তৃণমূলের সঙ্গেই ফের হাত মেলাচ্ছেন বিনয়-অনীত

প্রথম পাতার পর

এমনকি বিমলকে প্রচারে নামায় তৃণমূল। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই বিনয়রা বিধানসভা ভোটের আগেই ঘোষণা করেছিলেন, তৃণমূলের সঙ্গে যৌথভাবে কোনও প্রচার হবে না। মোর্চা এককভাবেই ভোটপ্রচার করবে। সেই সময় থেকে তৃণমূলের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব বাড়ান বিনয়-অনীত।

কিন্তু বিমল এত আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি দিলেও একটিও আসনে তৃণমূলকে জয়ী করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজের গড় পাহাড়ের তিনটি আসনেই তাঁর শিবিরের প্রার্থীরা তিন নম্বর স্থান পেয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বিমল গুরুংয়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বড়সড়ো প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার বিমল কী করবেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, খুন সহ শতাধিক মামলা থাকায় এবার কি বিমলকে রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে? এসব প্রশ্ন দিনভর পাহাড়ে ঘুরছে।

বিমল গুরুং শুধু নন, রোশন গিরিও রবিবার রাত থেকেই ঘরে ঢুকে গিয়েছেন। তাঁদের কেউই ফোনও ধরছেন না। বিনয়দের দাবি, এবার বিমল, রোশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক রাজ্য সরকার। এদিন অনীত থাপা বলেন, 'আমরা কালিম্পংয়ে জিতেছি। দার্জিলিং এবং কার্সিয়াংয়ে আমরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছি। কিন্তু বিমল গুরুং তৃতীয় স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন। এর থেকেই পরিষ্কার যে, পাহাড়ের মানুষ তাঁকে পুরোপুরি বর্জন করেছেন। আমরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে ছিলাম। এখনও রয়েছি।'

তিনি বলেন, 'বিমল গুরুং পাহাড়ে থাকতেই পারেন কিন্তু রাজনীতিতে তাঁকে নাক গলাতে দেওয়া হবে না। পাহাড়ে থাকলে বিনয় তামাং, অনীত থাপার কথামতোই চলতে হবে।' আগামী ৫ মে রাজ্য মন্ত্রীসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেও তাঁরা যাবেন বলে বিনয়-অনীত গোষ্ঠীর মোর্চা সূত্রে খবর।

এই নির্বাচনে পাহাড়ে বিমল গুরুংপন্থী প্রার্থীদের সমর্থনের কথা সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেছিলেন শান্তা ছেত্রী এবং এলবি রাই। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়েছিল। দলের অন্দরেই অভিযোগ ছিল, শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমোদন ছাড়াই শান্তা ছেত্রীরা এই ঘোষণা করেছেন। যদিও এদিন শান্তা ছেত্রী বলেন, 'আমরা দলের নির্দেশেই বিমল গুরুংকে সমর্থন করেছিলাম। আমাদের সিংহভাগ কর্মী-সমর্থকই ভোট দিয়েছেন। বিমলের প্রার্থীরা জিততে পারেননি, এই ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই।' তবে, পাহাড়ে তৃণমূলেরই একাংশ বলছেন, বিমলকে সমর্থন করে নেতাদের মুখ পুড়েছে।

ভাঙচুর, লুঠপাটে উত্তপ্ত ইটাহার

ইটাহার, ৩ মে : সোশ্যাল মিডিয়ায় নবনির্বাচিত তৃণমূল বিধায়কের শান্তি বজায় রাখার আবেদনই সার। সেই আবেদনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইটাহারের একাধিক জায়গায় ঘরবাড়ি ও দোকান ভাঙচুরের ঘটনা ঘটল। চলল অগ্নি সংযোগের ঘটনাও। কোথাও বিজেপির নির্বাচনি কার্যালয়ে হামলা হয়েছে, কোথাও আবার ভাঙচুর চলেছে বিজেপি সমর্থকদের বাড়ি-দোকানে।

রবিবার রাতে ইটাহারের চৌরাস্তা মোড়ে বিজেপির নির্বাচনি কার্যালয় তথা উল্কা ক্লাবে অতর্কিতে হামলা চালায় শতাধিক মানুষ। হামলাকারীদের অধিকাংশই ছিল কমবয়েসি যুবক। রাতেই বেশ কিছু দোকানে লুঠপাট চলেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি সোমবার সকালেও। ইটাহারের চূড়ামণে বেশকিছু দোকানে তাণ্ডব চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

উল্কা ক্লাব ইটাহারের প্রাক্তন বিধায়ক অমল আচার্যর ক্লাব বলে পরিচিত। ভোটের মুখে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। বিজেপি শিবিরের অভিযোগ, আক্রোশবশত তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছে। ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় ক্লাবের ভেতরে। চেয়ার, টেবিল, টিভি সহ সব আসবাব ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয়। ঘর থেকে ভাঙা আসবাব ও ক্যারমবোর্ড বাইরে এনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ক্লাবের সামনে।

ক্লাব সদস্যদের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই তাণ্ডব চালিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ইটাহার থানার পুলিশ বাহিনী। লাঠি উঁচিয়ে ছত্রভঙ্গ করা হয় উত্তেজিত জনতাকে।

প্রাক্তন বিধায়ক অমল আচার্যর বক্তব্য, 'এরকম প্রতিহিংসার রাজনীতি বা ভোটে জেতার এমন উল্লাস আগে কখনও দেখেননি ইটাহারবাসী।'

নিবনির্বাচিত বিধায়ক মোশারফ হুসেনের মতে,' দল এরকম ঘটনাকে কখনই প্রশ্রয় দেবে না। তৃণমূলের কেউ এই ঘটনায় জড়িত থাকলে তাদের দল থেকে বের করে দেওয়া হবে। ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চৌরাস্তা মোড়ে পুলিশ পিকেট বসানো হয়।

বিজেপির অভিযোগ, ভোটে জেতার পর থেকেই সদর ইটাহার সহ বিভিন্ন গ্রামে তাণ্ডব শুরু করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সর্বত্রই পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও অভিযোগ উঠেছে।

রবিবার রাতে একপ্রস্থ ভাঙচুর চালানোর পর সোমবার সকালেও ইটাহার থানার চূড়ামণ নতুন বাজার এলাকায় ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত মানুষ। সাউন্ড বক্স বাজিয়ে শতাধিক মানুষ চূড়ামণ নতুন বাজারে গিয়ে বেছে বেছে বিজেপি সমর্থকদের বিভিন্ন দোকানে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। গুলন্দর দুই অঞ্চলের ভবানীপুর গ্রামেও একাধিক বিজেপি সমর্থকের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

আলিপুরদুয়ারেও বিক্ষিপ্ত হিংসা

আলিপুরদুয়ার, ৩ মে : নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরই আলিপুরদুয়ারজুড়ে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি নেতা-কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। বিজেপির জেলা সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'জেলার সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের কর্মী-সমর্থক, নেতৃত্বের উপর হামলা চালাচ্ছে। জেলার পাঁচটি আসনের ভোটাররা আমাদের জয়ী করেছেন। ওরা যদি ভাবে এভাবে বিজেপিকে দমন করবে তাহলে ভুল করছে। আমরা প্রশাসনের উপর আস্থা রাখছি, তবে সীমা লঙ্ঘন করলে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।' এদিন বিজেপির জেলা সভাপতি ও আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

অধ্যক্ষ বিমানই

প্রথম পাতার পর

বিহার নির্বাচনের পর সিপিআই (এমএল)-লিবারেশন নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য এই রাজ্যের বাম নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিজেপিকে ঠেকাতে তৃণমূলের সঙ্গে বাম ও কংগ্রেস আসন সমঝোতা করুন। কিন্তু সীতারাম ইয়েচুরি থেকে বিমান বসু সকলেই সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে প্রবীণ বিধায়ক সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'দল আমাকে প্রোটেম স্পিকারের দায়িত্ব দিয়েছে। আমি সেই দায়িত্ব পালন করব।' মন্ত্রীসভা নিয়ে পার্থ কিছু না বললেও দলীয় সূত্রে খবর, বেশ কিছু নতুন মুখ দলনেত্রী আনতে চলেছেন। উত্তরবঙ্গের তিন বিদায়ি মন্ত্রী হেরে গিয়েছেন। সেই জায়গায় মন্ত্রীসভায় উত্তরবঙ্গ থেকে নতুন প্রতিনিধি আনা হবে। রাজ্য মন্ত্রীসভায় ৪৪ জন মন্ত্রী রাখা যাবে। প্রথম পর্যায়ে কে কে মন্ত্রী হতে চলেছেন, তা মঙ্গলবার সকালের মধ্যেই দলনেত্রী জানিয়ে দেবেন বলে সূত্রের খবর। ভোটের আগে দলে দলে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু নীলবাড়ির লড়াইয়ে তাঁদের অধিকাংশকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। বিপুল সাফল্য পাওয়ার পর সেই দলত্যাগীদের প্রতি উদারতা দেখালেন তৃণমূল নেত্রী। ফিরতে চাইলে সকলকেই স্বাগত বলে মন্তব্য করেন তিনি। মমতা বলেন, 'আসুক না। কে বারণ করেছে! এলে স্বাগত।'